N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা । নিউদিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

গৃহ-সজ্জার পসরা নিয়ে
গোপালনগরের খড়খড়ি
ব্রীজের পাশে।
চৌধুরী ফার্নিচার
★ সোফাসেট, আলমারী, 'কারলন' গদি, ষ্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের নানা ডিজাইনের ফার্নিচার ★

৮০শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০০ সাল
২রা জুন ১৯৯৩ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

কয়েকটি ছোট খাটো ঘটনা ছাড়া ভোট শান্তিপূর্ণ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্ব মোটামুটি নির্বিঘ্নে শেষ হলো। ছোট খাটো কয়েকটি ঘটনা ছাড়া তেমন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেনি বলে জানা যায়। ঘটনাগুলির মধ্যে—সুতী ১নং ব্লকের লবণচোয়া গ্রামে ভোটের দিন সকালে লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে দুই রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম হয়। সি পি এম সমর্থক আমিরুল ইসলাম এই ঘটনায় ছুরিকাঘাতে আহত হন। তাঁকে আশংকা-জনক অবস্থায় বহরমপুর পাঠানো হয়। পুলিশ সন্দেহ বশতঃ জনৈক বি জে পি সমর্থক জয়চাঁদ দাসকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তাঁকে পরীক্ষা করে সন্দেহজনক প্রমাণ পায় না। সাগরদীঘি থানার দিয়ারা গ্রামে একটি বুথে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটের গণনার সময় সি পি এম কয়েক ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসকে পরাজিত করলে অশান্তি দেখা দেয়। কংগ্রেস পক্ষ পুনরায় গণনার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কারণস্বরূপ তাঁরা বলেন পাশের অন্য দুটি বুথে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন—১৯৯৩

মহকুমা ঃ জঙ্গিপুর ॥ ব্লক ওয়ারী ফলাফল

গ্রাম পঞ্চায়েত

ব্লক	কংগ্রেস	সিপিএম	বিজেপি	আরএসপি	ফঃব্লক	সিপিআই	নির্দল	মোট আসন
ফরাক্কা	৬০	৮১	১৭	×	×	×	১২	১৭০
সমসেরগঞ্জ	৫৬	৯৯	১৫	×	২২	×	৩	১৯৫
সুতী ১নং	৫৯	৩৫	১৩	১৫	২	×	৬	১৩০
সুতী ২নং	৭০	৪২	৩৩	২০	১০	×	১২	১৮৭
রঘুনাথগঞ্জ ১নং	৪৫	৫৭	১১	১২	৫	×	৬	১৪৪
রঘুনাথগঞ্জ ২নং	৮৩	১০৫	৮	×	×	২	২	২০১
সাগরদীঘি	১২৪	১০১	৩	২	৪	×	৬	২৪০
মোট—	৪৯৭	৫২০	১০৮	৪৯	৩	২	৪৭	১২৬৬

পঞ্চায়েত সমিতি

ব্লক	কংগ্রেস	সিপিএম	বিজেপি	আরএসপি	ফঃব্লক	সিপিআই	নির্দল	মোট আসন
ফরাক্কা	৯	১৫	২	×	×	×	১	২৭
সমসেরগঞ্জ	৪	১৯	১	×	৩	×	×	২৭
সুতী ১নং	৭	৮	২	১	×	×	×	১৮
সুতী ২নং	১৮	৫	৩	৪	×	×	×	৩০
রঘুনাথগঞ্জ .নং	৪	১০	×	৪	×	×	×	১৮
রঘুনাথগঞ্জ ২নং	১৬	১৪	×	×	×	×	×	৩০
সাগরদীঘি	১৬	১৭	×	×	×	×	×	৩৩
মোট—	৭৪	৮৮	৮	৯	৩	×	১	১৮৩

(শেষ পৃঃ দ্রঃ)

উল্লেখযোগ্য জয় পরাজয়

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা ব্লকের বেনিয়াগ্রাম ৪নং গ্রাম পঞ্চায়েত তপশীলী মহিলা সংরক্ষিত আসনে মুসলীম লীগ প্রার্থী অঞ্জলি সিংহ তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি এম প্রার্থীকে ১০৬ ভোটে হারিয়ে নির্বাচিত্ত হয়েছেন। শ্রীসিংহ পেয়েছেন ২৯৮ ভোট, সি পি এম প্রার্থী ১৯২ ভোট।

অরঙ্গাবাদ ঃ এবারের পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে সুতী

অরঙ্গাবাদ ঃ এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সুতী ২নং ব্লকের জেলা পরিষদের ৬নং আসনে জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি নিজামুদ্দিন আহমেদ কংগ্রেস প্রার্থী আবদুল হকের কাছে ১২৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। নিজামুদ্দিন পেয়েছেন ১৪,২৮৪ এবং আবদুল হক ১৪,৪০৭ ভোট। গত দুটি নির্বাচনে নিজামুদ্দিন জয়ী হয়ে জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি নির্বাচিত হন।

কংগ্রেস নেতাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

ফরাক্কা ঃ গত ২৮ মে বিকালে স্থানীয় ব্যারেজ পোষ্ট অফিস মোড়ে কংগ্রেস নেতা মাইনুল হককে খুনের চেষ্টার অভিযোগে এক ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। খবর গত ২৭ মে রাত ১টা নাগাদ ফরাক্কা ব্লক যুব কংগ্রেস নেতা মাইনুল হকের এন টি পি সি মোড়ের বাড়ীতে একদল দুর্বৃত্ত চড়াও হয়। তাঁরা তাঁকে না পেয়ে তাঁর সঙ্গী গৌতম মুখার্জীকে আহত করে এবং শ্রীহকের বাড়ী লুটপাট করে বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে আলমারী থেকে প্রায় ২৬ হাজার টাকা ও বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০০ সাল।

ভাবিবার কথা

সারা উপমহাদেশে আজ নিদারুণ অস্বস্তি। এই অস্বস্তির কারণ, দেশে নানা স্থানে উগ্রপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ। এতদিন উগ্রপন্থীদের কর্মধারা কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহা বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাইয়ের ব্যাপক বিস্ফোরণ, কলিকাতায় বিস্ফোরণ প্রভৃতির দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উগ্রপন্থীরা কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও দিল্লী ছাড়িয়া পূবাঞ্চলেও পাড়ি দিয়াছে। দিল্লীতে গোয়েন্দা কর্মী ও পুলিশ কর্মীরা বিভিন্ন গুরুদ্বারে বার বার হানা দেওয়ায় উগ্রপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও নেপালের তরাই অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। শিখ উগ্রপন্থীরা দেশের বহু জায়গায় শিখবিজরিত নানা ব্যবসায়ী সংস্থায় সহজেই মিশিয়া যাইতে পারিয়াছে।

অবশ্য এই সব উগ্রপন্থী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট হইতে মদত পাইয়াছে। বিস্ফোরকাদির ব্যবহার, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং সেগুলি চালনার বিশেষ প্রশিক্ষণ তাহারা অপর রাষ্ট্রের নিকট হইতে পাইয়াছে। পাঞ্জাব পুলিশ 'মিসাইল স্কোয়াড' গঠন করিয়া পশ্চিমবঙ্গে উগ্রপন্থী দমনে তৎপরতা চালাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প এলাকাগুলিতে বহু শিখ কর্মীর সঙ্গে ইহারা মিশিয়া গিয়া আপনাদিগকে প্রায় নিরাপদে রাখিতেছে।

কিন্তু এই উগ্রপন্থীরা যেভাবে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালাইতেছে, তাহাতে ভাবনা হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা দপ্তর যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন। কিন্তু সাম্প্রতিককালের কাজকর্ম খুব যে সন্তোষজনক, তাহা মনে করা যায় না, উগ্রপন্থীদের চিহ্নিতকরণে রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হইয়াছে যদিচ তা স্বীকৃত নয়। এই বিষয়ে পাঞ্জাব পুলিশের কৃতিত্ব প্রশংসার দাবী রাখে। রাজ্য পুলিশ এ যাবৎ উগ্রপন্থী মোকাবিলায় কেন যে ততখানি তৎপর হন নাই, তাহা বুঝা যায় না। যদি শিখ ভোট পাওয়া উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে আজ শিখ উগ্রপন্থীদের প্রসারে উপযুক্ত হস্তক্ষেপ কি আশাপ্রদ না হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে?

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবর্তন

কাশীনাথ ভকত

ভারতবর্ষ গ্রাম প্রধান কৃষিভিত্তিক দেশ। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামের মানুষের স্থিতিশীল আর্য-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই জাতির জনক গান্ধীজী গ্রাম-প্রধান ভারতের উন্নয়নের জন্য গ্রামের মানুষের স্ব-উদ্যোগের দ্বারা পরিচালিত ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। গান্ধীজীর স্বপ্নের সমৃদ্ধ ভারতকে বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ হিসাবে ভারতের সংবিধানের ৪০ নং ধারায় পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসনমূলক ব্যবস্থা। গ্রামীণ পরিবর্তন ও উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে সরকারী প্রচেষ্টার সাথে সাথে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে কাজে লাগানোর বিশেষ প্রচেষ্টা রয়েছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায়।

সারা ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু থাকলেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সবচেয়ে সফল ও কার্যকরী রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পরিচালিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থায়। ১৯৫৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হলেও সে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় সেই পঞ্চায়েতগুলি সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারেনি। পঞ্চায়েতগুলি তখন ছিল মূলতঃ গ্রামের জোতদার, জমিদার আর তাদের তল্পিবাহকদের কর্তৃত্বাধীনে। তাছাড়া ১৯৬৩ সালের পর থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস দল ও সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন করেনি। নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের হাতে ক্ষমতা আসুক এটা কংগ্রেস দল মনে প্রাণে চায়নি। তাই তারা নির্বাচন করতে চাইতেন না।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে পঞ্চায়েত আইনকে সংশোধন নূতন করে রূপ দিলেন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে মৃতপ্রায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে জীবন্ত ও কার্যকরী করা হল। ১৯৭৮ সালে ত্রিস্তরযুক্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। দলীয় প্রতীক নিয়ে চালু হল দলীয় নির্বাচন—রাজনৈতিক লড়াই। পঞ্চায়েতের রাজনীতিকরণ হল।

গ্রামবাংলার শ্রমজীবী মানুষ দলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের শ্রেণী-স্বার্থ-রক্ষাকারী সি পি এমের নেতৃত্বাধীন বামদলগুলিকেই বেছে নিল। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রায় সব স্তরে বিপুলভাবে বামদলগুলি জয়লাভ করল। ১৯৮৩ সালের দ্বিতীয় ও ১৯৮৮র তৃতীয় নির্বাচনেও বামফ্রন্টের জয় অব্যাহত রইল।

বামফ্রন্টের আমলে বিগত ১৫ বছরে তিনটি নির্বাচনের মাধ্যমেই গ্রামের অবহেলিত শোষিত শ্রমজীবী মানুষগুলি ও তাদের নির্বাচিত দলীয় প্রার্থীরাই গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কর্ণধার ও রূপকার হলেন। তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায় বিগত ১৯৮৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনটি স্তর মিলিয়ে নির্বাচিত ৬৫ হাজার সদস্যের মধ্যে শতকরা ৭০% ছিলেন সমাজের ভূমিহীন গরীব অংশের প্রতিনিধি, ২৬% মধ্যবিত্ত অংশের আর ৪% ছিলেন ধনী অংশের। অপর পক্ষে ১৯৬৮ সালে কংগ্রেস আমলের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় পঞ্চায়েত সদস্যদের ৮৮·১% এবং সভাপতিদের ৯৫·৭% জমির মালিক। ধনী কৃষক পরিবার থেকে এসেছিলেন পঞ্চায়েত সদস্যদের ৩২·৫% এবং সভাপতিদের ৮৯·৪%।

প্রতিনিধিত্বের এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে গ্রাম বাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় অবস্থিতির হস্তান্তর ঘটেছে। ক্ষমতা বিত্তশালী শোষক শ্রেণীর হাত থেকে খেটে খাওয়া মানুষের হাতে এসেছে। বামফ্রন্ট সরকার ও দলের চালু করা দলীয় নির্বাচন ব্যবস্থা যে শ্রেণী-সচেতনতার জন্ম দেয়, সেই শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী সংগ্রামই গ্রাম বাংলার রাজ্য রাজনীতিতে পরিবর্তনের জোয়ার এনেছে। এই পরিবর্তনের ধারা গ্রামের মানুষের চিন্তাধারায় শুধু পরিবর্তন আনেনি, পরিবর্তন এনেছে গ্রামীণ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাতেও। গ্রামের মানুষের শোষণমুক্তি ঘটেছে বহুলাংশে।

বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টায় ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলি ভূমি সংস্কার আইনের সাহায্যে গ্রামের ভূমিহীন মানুষদের ভূমি দিয়েছে, বর্গাদারদের অধিকার সুরক্ষিত করতে এগিয়ে এসেছে, সরকার ঘোষিত খেত মজুরদের ন্যূনতম মজুরীর অধিকারকে সুরক্ষিত করতেও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে। স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পগুলি কার্যকরী হওয়ায় বেকার, সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন ঋণ পেয়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পেয়েছে। তাই আজ গ্রাম থেকে রুজিরোজগারের আশায় শহরে আসা মানুষের সংখ্যা কমেছে।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িকতা আর জাতপাতের বিষ (যা আজ জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করতে উদ্যোত) খেটে খাওয়া মানুষের জোটকে ভেঙ্গে দিতে পারছে না। তবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে পঃ বঙ্গের গ্রামীণ রাজনীতিতে যে ক্ষমতার (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

চামচা

দুর্মুখ

(দাদাঠাকুরের অনুকরণে)

নেতাদের সাথে
সারাদিন কাটে
যোগায়ে তাদের মনটা।

আশায় আশায়
ধরি যে কাছায়
তাঁরা দেখালেন ঘনটা॥

ঠিক প্রয়োজনে
হেরিনু নয়নে
হলুদ সরিষা ফুল।

হইল বদনাম
পাই চামচা নাম
একেবারে বনি "FOOL"॥

স্বায়ত্ত শাসন

[বর্ত্তমানে স্বাধীনোত্তর ভারতে দেশের কেন্দ্র ও প্রাদেশিক শাসনের সাথে সাথে পুরসভা ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মত শহর ও গ্রাম শাসনের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ইহা প্রাকস্বাধীনতা যুগের স্বায়ত্ত শাসিত মিউনিসিপ্যাল, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লোকাল বোর্ডের মত ব্যবস্থা। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রায় সকলেই নির্বাচিত হওয়ার পর দলের ও নিজের উপকারেই কাজ করে থাকেন বলে অভিযোগ। দাদাঠাকুর ১৯১৫ সালের ৫ই জানুয়ারী 'স্বায়ত্ত শাসন' শীর্ষক প্রবন্ধে শাসন কর্ত্তাদের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন, দেখা যায় তা আজও সমভাবেই তাঁদের উপর প্রযোজ্য। —সম্পাদক]

ইং ৫ই জানুয়ারী ১৯১৫

১৩২২ সাল ২০শে পৌষ—২য় বর্ষ—৩১শ সংখ্যা॥

গভর্ণমেণ্ট মনে করেন স্বায়ত্ত শাসন কথাটার অর্থ হচ্ছে দেশ শাসনের কিয়দংশ দেশের লোকের হাতে দেওয়া। এখন নগর শাসনের কিছু অংশ দিয়াছি। জেলার রাস্তাঘাট, চিকিৎসা, শিক্ষা, পানীয় জল প্রভৃতি বিষয়ের ভার দিয়াছি। দেশের লোক এই সকল কার্য্যে দক্ষতা দেখাইলে ভবিষ্যতে শাসন বিভাগের অন্যান্য কার্য্যেরও ভার ক্রমশঃ দিব।

আর দেশের যে সকল লোকের হাতে স্বায়ত্ত শাসন তাঁহারা কেহ ভাবিতেছেন "শাসনটা যখন স্ব+আয়ত্ত তখন নিজের সুবিধা যাহাতে হয় তাহাই করিতে হইবে। ভোটার যদি ভাবে তাহাদের সুবিধাই দেখিব তবে আমি নির্বাচিত হইলাম কেন? আমার সুবিধাই যদি ভোটারের সুবিধা হয় আমার কোন দুঃখ নাই।" সুতরাং মিউনিসিপাল কমিশনারের বাটীর নিকট একটি আলো না থাকিলে আলো হইবে, তাঁহার বাটীর পার্শ্বের রাস্তা ঘাটে ঝাঁট পড়িবে, জল ছড়ান হইবে, প্রয়োজন হইলে মিউনিসিপাল কুলি আসিয়া বাড়ীর ভিতরটা পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া দিবে। বাড়ীর পার্শ্বের ড্রেনটা প্রত্যহ পরিষ্কৃত হইবে। আর সুবিধা পাইলেই মিউনিসিপালিটীর পুরাতন কর্মচারীকে সরাইয়া তৎস্থানে নিজের মনোমত বা আত্মীয় লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে নতুবা নিজের শাসন হয় কৈ?

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ডের মেম্বর হইলে নিজের গ্রামের রাস্তাটি ভাল করিয়া লইতে হইবে। আর রাস্তা খরচ হইতে মাসে মাসে কিছু বাঁচাইতে হইবে। ইহাতে আর বড় কিছু হয় না।

আমি স্বায়ত্তশাসনের ইহাই অর্থ বুঝিয়াছি। আপনারা পাঠকেরা কি বলেন?

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা (২য় পৃষ্ঠার পর)

হস্তান্তর ঘটছে তাকে প্রতিক্রিয়াশীলরা মেনে নিতে পারছেন না।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করলেও আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সব স্তরের মানুষের জন্য অর্থ-নৈতিক অধিকার পুরোপুরি সুরক্ষিত করতে পারেনি। কারণ রাষ্ট্র ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা মোড়ের সন্নিকটে মুসলিম মহল্লায় বাসোপযোগী ২½ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। খরিদেচ্ছু ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন।

মোস্তাকিম সেখ
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (টিভির দোকান)
ফোন নং—১৫৭

চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির আন্দোলনের সিদ্ধান্ত

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক ভরতচন্দ্র মণ্ডল চাঁইদের উপর বিভিন্ন অত্যাচারের প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি বলেন চাঁইদের উপর পরিকল্পিতভাবে নানা অত্যাচার করা হচ্ছে। গত ১৩ মে সকাল ৮টা নাগাদ ত্রিমোহিনী গ্রামের রামেশ্বর মণ্ডলের বাড়ী চড়াও হয়ে সর্বস্ব লুণ্ঠন এ ধরনেরই এক ঘটনা বলে তিনি মন্তব্য করেন। খবর একদল দুর্বৃত্ত শ্রীমণ্ডলের বাড়ী চড়াও হয়ে বোমা ছোড়ে ও লুটপাট করে। বোমায় রামেশ্বরের বড় ছেলে বসন্ত আহত হয়ে বহরমপুর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। কয়েক বছর পূর্বে ঠিক এরকমভাবে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

জাতীয় জল সম্পদ বিভাগের কর্মীদের দাবী দিবস

ফরাক্কা : সারা ভারত জল সম্পদ মন্ত্রকের অধীনস্থ কর্মীবৃন্দ গত ২৫ মে দিনটিকে দাবী দিবস হিসাবে পালন করেন। ফারাক্কা বাঁধসহ সমস্ত জল সম্পদ বিভাগের কর্মীরা সকাল থেকে দাবী ব্যাচ ধারণ করেন। তাঁদের দশটি প্রধান দাবী—কর্মীদের ন্যায্য প্রাপ্ত পদে স্থায়ীকরণ, শূন্য পদগুলি পূরণ, ফরাক্কা জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু করা, ক্যাজুয়াল ও ওয়ার্ক-চার্জ কর্মীদের স্থায়ীকরণ, মৃত কর্মীর পরিবারের একজনকে চাকুরী দান, পে-কমিশন এ্যাওয়ার্ড অনুযায়ী ডি-এ-র পুনর্বিবেচনা। সারা ভারত জল সম্পদ দপ্তর কর্মীদের জয়েণ্ট এ্যাকশন কমিটির পক্ষে টেগর সেটারে বক্তব্য রাখেন অনুপ মৈত্র ও সহদেব বিশ্বাস। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের পদ সঙ্কোচন নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন।

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জ : শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন বিহারী দেবঠাকুরের সেবাইত ও ৺রাধাবল্লভ নাথের পুত্র প্রবোধকুমার নাথ গত ৩০ মে ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি জীবদ্দশায় ৺বৃন্দাবন বিহারী দেবঠাকুরের সেবাকর্মাদি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

শহরে জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরে জল ট্যাঙ্কির নিকট (হাসপাতাল মোড়) আনুমানিক ৭ (সাত) কাঠা বসতবাড়ীর উপযোগী জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগ—
গৌতম রুদ্র (কমিশনার)
রঘুনাথগঞ্জ (থানাপাড়া) মুর্শিদাবাদ

সৌদি আরবের একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানীতে জরুরী ভিত্তিতে লোক চাই

ওয়াল পেনটার, গ্যাস ওয়েলডার, পাইপ ফিটার, ম্যাসন (মুসলীম), ড্রাইভার (লাইট), ড্রাইভার (হেভি), হেল্পার (এজি), হেল্পার (কনস্ট্রাকশন) প্রভৃতিতে।

যাঁদের পাশপোর্ট আছে কেবলমাত্র তাঁরাই ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন।

এন এ এ এফ এণ্টারপ্রাইজেস
ইণ্টারনেশন ট্রাভেলস্ কনসালট্যাণ্ট
পোঃ পাইকর (বীরভূম)
(মুরারই থেকে ৫ কিমি পূর্বে, উমরপুর মোড় থেকে ১৫ কিমি পশ্চিমে)

বিষ পানে আত্মহত্যা

আহিরণ : গত ২ জুন সুতী থানার বসন্তপুর গ্রামের জনৈকা গৃহবধূ নমচাঁদ মণ্ডল (স্বামী রাজকুমার মণ্ডল) বিষ খেয়ে মারা যান। মৃতার মাথায় আঘাত চিহ্ন ছিল। তাই মৃত্যু রহস্যজনক মনে করছেন কেউ কেউ। মহকুমা শাসক ঘটনা-স্থল পরিদর্শন করে এসেছেন।

ভোট শান্তিপূর্ণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস জয়ী হয়েছে, সেহেতু এখানে কারচুপি করা হয়েছে। গোলমালের সময় তাঁরা ব্যালট বাক্স ও বেশ কিছু ব্যালট পেপার ছিনতাই করে। খবর পেয়ে সাগরদীঘি ব্লক থেকে জয়েন্ট বি ডি ও, এ আর ও ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যালট বাক্স ও কিছু ব্যালট পেপার উদ্ধার করেন। ওখানে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ভোট গণনা নির্বিঘ্নে হয়। এই ঘটনায় একটি মামলাও রুজু হয়। ঐ দিন সুতী থানার নয়াবাহাদুর-পুর গ্রামে সি পি এম প্রার্থী নিজামুদ্দিন সেখ প্রিজাইডিং অফিসারের সঙ্গে কোন ব্যাপারে তর্ক করার সময়ে তাঁর গালে চড় মারলে উত্তেজনা দেখা দেয়। নিজামুদ্দিন পালিয়ে যায়। পুলিশ উত্তেজনা দমাতে এক রাউণ্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে কেসও রুজু হয়। কয়েকটি স্থানে দলের জয় পরাজয়কে কেন্দ্র করে গোলমাল সৃষ্টি হয় ও লুটতরাজের ঘটনা ঘটে বলে খবর। এ ছাড়াও অভিযোগ উঠেছে কাবিলপুর স্কুল বুথে প্রিজাইডিং অফিসার ছিলেন ঐ স্কুলের হেডমাষ্টার এবং সি পি এম লোক্যাল কমিটির সদস্য। ফার্ষ্ট পোলিং এবং সেকেণ্ড পোলিং অফিসারও ঐ স্কুলের ষ্টাফ।

ট্রেন লাইনচ্যুত, ভাগ্যক্রমে কোন প্রাণহানি ঘটেনি

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ২৯ মে মহিপাল ষ্টেশনে আপ বারহারোয়া প্যাসেঞ্জার (৩৪৫ আপ) ট্রেনের সঙ্গে এন জি পি প্যাসেঞ্জারের মুখোমুখি সংঘর্ষে এন জি পি প্যাসেঞ্জার লাইন চ্যুত হয়। খবর মহিপাল ষ্টেশনের ১নং প্ল্যাটফর্মে আপ বারহারোয়া দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও কেবিন ম্যানের ভুলে ডাউন এন জি পি প্যাসেঞ্জারকে ঐ লাইনেই ক্লীয়ারেন্স দেওয়া হয়। ভাগ্যক্রমে দূর থেকে এন জি পির ড্রাইভারের চোখে ঐ ভুল ধরা পড়ায় তিনি আর্জেন্ট ব্রেক দিয়ে ট্রেন থামাবার চেষ্টা করায় গতি কমে গেলেও সেটি দাঁড়িয়ে থাকা আপ বারহারোয়াকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। ফলে এন জি পির দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়। আজিম-গঞ্জ থেকে রিলিফভ্যান টেকসিয়ান-দের নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে ট্রেনটিকে ভোর পাঁচটার সময় লাইনে বসাতে সক্ষম হয়। এর পর যথারীতি ডাউন বারহারোয়া ছাড়া পায়। আপ ডাউন কামরূপ এক্সপ্রেস, ডাউন তিস্তা তোর্সা এর ফলে নিকটবর্তী ষ্টেশনগুলিতে আটকা পড়ে। ভাগ্যক্রমে কোন প্রাণহানি ঘটেনি বা কেউ আহত হননি।

খুনের চেষ্টার অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দুর্বৃত্তেরা নিয়ে পালায়। ফরাক্কা ব্লক কংগ্রেসের পক্ষে অভিযোগ আনা হয়—মাইনুল হককে হত্যা করাই ছিল দুর্বৃত্তদের উদ্দেশ্য। এই ঘটনায় সারা অঞ্চলে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

সি পি এমের সন্ত্রাস ও লুটতরাজ

জঙ্গিপুর স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ থানার ত্রিমোহিনী গ্রামের রামেশ্বর মণ্ডল রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন যে গত ১৩ মে সকাল ৮টা নাগাদ গণপতি মণ্ডল, ধনপতি মণ্ডলেরা প্রায় ১৫/২০ জন সঙ্গী নিয়ে তাঁর বাড়ী চড়াও হয়ে বোমা ফাটিয়ে লুটতরাজ করে। এই ঘটনায় তাঁর পুত্র বসন্ত মণ্ডল, বোমায় আহত হয় এবং তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে আঘাত গুরুতর বিবেচনায় বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্বৃত্তরা তিনটি, সাইকেল, রেডিও, প্রচুর বাসনপত্র এক কুইন্ট্যাল বীজ প্রভৃতি পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের জিনিসপত্র এবং ২০ হাজার টাকার বিছানা ও কাপড়চোপড় লুট করে নিয়ে যায়।

চাঁই সমাজ উন্নয়ন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

লালখাঁনদিয়াড়ে কয়েকটি চাঁইয়ের বাড়ী লুট হয়। আজ পর্যন্ত সে ঘটনার সুরাহা করতে পারেনি প্রশাসন। ভরতবাবু আরও বলেন পর পর যদি এ ভাবে চাঁইরা আক্রান্ত হয় তবে তাঁদের বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে হবেই। তিনি দাবী করেন—দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হোক। অত্যাচার ও সন্ত্রাস বন্ধ করতে প্রশাসন তৎপর হোন। গ্রামে গ্রামে শান্তি স্থাপনের স্বার্থে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হোক।

"ব্যাঙ্কিং বা নন-ব্যাঙ্কিং কোনটাই নয়"

★ ভাবছেন কি? টি ভি, ভিসিপি খারাপ? কন্‌ট্রাক্ট করুন।
★ টাকার দরকার? ★ সোনার গহনা
★ আসবাবপত্র
★ যাতায়াতের সুবিধার্থে সাইকেল / মোটর সাইকেল
★ টি ভি—ভি, সি, পি,
নাকি
ঠাণ্ডার জন্য ফ্রিজ
★ সব সমস্যার সমাধানে ★

কপোতাক্ষ ফাইন্যান্স
গভঃ রেজিঃ নং ২১-৫৬০৮৩
ঃ হেড অফিস ঃ
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

নতুন ডিজাইনের কার্ডের জন্য
একমাত্র কার্ডের দোকান
কার্ডস্ ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ

পঞ্চায়েত নির্বাচন—১৯৯৩ (১ম পৃষ্ঠার পর)

জেলা পরিষদ

ফরাক্কা	×	২	×	×	×	×	×	২
সমসেরগঞ্জ	×	২	×	×	×	×	×	২
সুতী ১নং	×	১	×		×	×	×	২
সুতী ২নং	১	১	×	×	×	×	×	২
রঘুনাথগঞ্জ ১নং	×	২	×	×	×	×	×	২
রঘুনাথগঞ্জ ২নং	১	১	×	×	×	×	×	২
সাগরদীঘি	১	১	×	×	×	×	×	২
মোট—	৩	১০	×	১	×	×	×	১৪

Wanted two Science Graduate Teachers (preferably trained) for an organised English medium school. Apply with full bio-data within 19-6-93

D. S. Nath
Teacher-in-charge
Vivekananda Vidyaniketan
P. O. Jangipur, Saheb Bazer
Murshidabad

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।